খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত আলী (রাঃ) আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত ২৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ـ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ـ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ ـ

তাশাহ্হুদ তা'উয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত এবং বিদ্রোহীদের বিষয়ে একটি অতি গুরুত্বপূণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যেহেতু তোমরাও সাহাবীদের সাথে সামঞ্জস্য রাখ তাই আমি ইতিহাস থেকে বর্ণনা করতে চাই যে কীভাবে মুসলমানরা ধ্বংস হয়েছে আর তাদের ধ্বংসের কারণগুলো কী-কী। অতএব তোমরা সাবধান হয়ে যাও আর তোমাদের নবাগতদের জন্য তালীম বা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করো। অর্থাৎ সঠিক তরবিয়ত হওয়া চাই, তাদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া চাই। হযরত উসমান (রা.)এর সময় যে নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছিল, তা সাহাবীদের পক্ষ থেকে উদ্ভূত নয়। যারা বলে যে, সাহাবারা এই নৈরাজ্যের হোতা ছিলেন, তারা মূলতঃ ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। এই নৈরাজ্যের হোতা সাহাবীরা ছিলেন না, বরং তারাই ছিল যারা পরবর্তীতে এসেছে আর মহানবী (সা.)এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য পায় নি এবং যাদের তাঁর সাহচর্যে বসারও সুযোগ হয় নি। অতএব আমি আপনাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি আর নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকার যে পদ্ধতি বলছি তা হল, অধিকহারে কাদিয়ান আসুন (তখন তিনি কাদিয়ানে ছিলেন) এবং বারবার আসুন, যেন আপনাদের ঈমান সতেজ থাকে এবং আপনাদের আল্লাহ্ভীতি যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ আপনাদের কেন্দ্রের সাথেও সম্পর্ক থাকতে হবে এবং খেলাফতের সাথেও সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। এগুলো থাকলে তরবিয়ত বা শিক্ষাদীক্ষার মান ও সঠিক থাকবে।"

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, বর্তমানে আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে এমটিএ'র কল্যাণে ধন্য করেছেন। তাই তরবিয়তের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো, আপনি স্বয়ং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)এর বইপুস্তক অধ্যায়নের পাশাপাশি এমটিএ'র সাথেও সম্পর্ক রাখুন আর বিশেষভাবে জুমুআর খুতবা অবশ্যই এমটিএ'র মাধ্যমে শুনুন। যেন খেলাফতের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে, দৃঢ়তর হয় বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, জঙ্গে জমাল বা উষ্ট্রীর যুদ্ধ হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)'র মাঝে ৩৬ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.)'র সাথে হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরও ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, সেই যুদ্ধের শুরুতেই হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আলী (রা.)-র মুখে নবী করীম (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে পৃথক হয়ে গেলেন এবং

তিনি শপথ করলেন যে, তিনি হযরত আলীর সাথে যুদ্ধ করবেন না আর এই কথা স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যাখ্যায় ভুল করেছেন। অপরদিকে হযরত তালহা (রা.)ও তার মৃত্যুর পূর্বে হযরত আলী (রা.)'র হাতে বয়াতের অঙ্গীকার করেন। মোটকথা জামালের যুদ্ধের সময়েই অবশিষ্ট সাহাবীদের মতবিরোধের সমাধান হয়ে যায় কিন্তু হযরত মুয়াবিয়ার মতবিরোধ সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত চলতে থাকে। এই যুদ্ধে সাহাবীদের কোন প্রকার ভূমিকা ছিল না বরং এই দুঃষ্কার্য হযরত উসমান (রা.)এর ঘাতকদেরই রচিত ছিল। উষ্ট্রীর যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)এর জন্য সমস্ত বাহন এবং পাথেয় প্রস্তুত করেন এবং হযরত আয়েশাকে বিদায় দেয়ার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হন। হযরত আয়েশার সফরসঙ্গী হিসেবে যাদের যাওয়ার ছিল তাদের রওয়ানা করান। এমনকি হযরত আয়েশা (রা.)-এর যাত্রার দিন হযরত আলী (রা.) স্বয়ং হযরত আয়েশার কাছে যান এবং তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। হযরত আয়েশা (রা.) সবার উপস্থিতিতে মানুষের সামনে বের হন এবং বলেন, হে আমার সন্তানেরা! আমরা পরস্পরকে কষ্ট দিয়ে এবং বাড়াবাড়ি করে একে অপরকে অসন্তুষ্ট করেছি। ভবিষ্যতে আমাদের এসব মতবিরোধের কারণে কেউ কারো প্রতি যেন অন্যায়-অবিচার না করে। খোদা তা'লার কসম! আমার এবং হযরত আলী (রা.)এর মধ্যে শুরু থেকেই কোন ধরনের মতবিরোধ ছিল না; তবে পুরুষ ও তার শশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সচরাচর ছোটখাট যেসব বিষয় ঘটে থাকে সেগুলো ব্যতিত। আর হযরত আলী (রা.) আমার পুণ্য অর্জনের মাধ্যমস্বরূপ। হযরত আলী (রা.) বলেন, হে লোকসকল! হযরত আয়েশা (রা.) উত্তম ও সত্য কথা বলেছেন। আমার ও হযরত আয়েশার মাঝে কেবল এতটুকুই বিরোধ ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) ইহ ও পরকালে তোমাদের সম্মানিত নবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী। হযরত আলী (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে বেশ কয়েক মাইল তাঁর সাথে যান এবং হযরত আলী (রা.) তাঁর পুত্রদের আদেশ দেন, তারা যেন হযরত আয়েশা (রা.)এর সাথে যান এবং একদিন পর ফিরে আসেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সিফফীনের যুদ্ধ হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে ৩৭ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আলী কুফা থেকে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। সিফফীন পৌঁছে দেখতে পান, সিরিয়ান বাহিনী আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে আগেই সেখানে শিবির স্থাপন করে রেখেছে এবং তাদের একটি দল ফুরাত নদীর ঘাট দখল করে রেখেছিল। হযরত আলী আশ্বস্ত করেন যে 'আমরা লড়তে আসিনি, বরং আমীর মুয়াবিয়ার সাথে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে এসেছি; কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হননি। ৩৭ হিজরির সফর মাসে যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে (ছোটখাটো) সংঘর্ষ হতে থাকে, যখন যুদ্ধ কিছুদিন পর্যন্ত কোনরূপ চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়াই চলতে থাকে, তখন আমীর মুয়াবিয়ার মনোবল ভেঙে পড়ে। সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে হযরত আমর বিন আস আমীর মুয়াবিয়াকে পরামর্শ দেন যে সিদ্ধান্ত এই কুরআন মজীদ মোতাবেক হওয়া উচিত। অতএব এমনটিই করা হয়। হযরত আলী (রা.)এর সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক আমীর মুয়াবিয়ার এ প্রস্তাব মেনে নেয় যে, উভয় পক্ষ একজন করে হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করবে আর এই দুই বিচারক সমিলিতভাবে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। ইতিহাস গ্রন্থে ঘটনাকে তাহকীম আখ্যা দেয়া হয়েছে। যাহোক, সিরিয়ানরা হযরত আমর বিন আস (রা.)কে মনোনীত করে এবং হযরত আলী (রা.) হযরত আবু মুসা আশআরীকে নিযুক্ত করেন আর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার পর সেনাবাহিনী অবস্থানস্থলে চলে যায়। এটি ইবনে আসীর-এর ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এসম্পর্কে লিখেছেন যে,

এই তাহকীম আসলে হযরত উসমান (রা.) হত্যার প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছিল আর শর্ত ছিল, পবিত্র কুরআন অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর

হত্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার জন্য হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আমর বিনুল আস (রা.) এবং আবু মুসা আশআরী (রা.) উভয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করেন, ভালো হয় যদি প্রথমে আমরা এ দু 'জনকে অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)কে তাদের ইমারত থেকে অপসারণ করি। যাহোক এ দু'জন এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেয়ার জন্য একটি সাধারণ জনসভার আয়োজন করেন। এতে হযরত আমার বিনুল আস (রা.) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) কে বলেন, প্রথমে আপনি আপনার সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিন এরপর আমি ঘোষণা দিব। কথামত হযরত আবু মু সা আশআরী (রা.) ঘোষণা দেন যে, তিনি হযরত আলী (রা.) কে খেলাফতের পদ থেকে অপসারণ করছেন। এরপর হযরত আমর বিনুল আস (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, হযরত আবু মুসা (রা.) হযরত আলী (রা.) কে পদচ্যুত করেছেন আর তার এ কথার সাথে আমিও ঐকমত্য পোষণ করছি এবং হযরত আলী (রা.) কে খেলাফত থেকে পদচ্যুত করছি, কিন্তু মুয়াবিয়াকে আমি ক্ষমতাচ্যুত করছি না, বরং তার ইমারতের পদে তাকে বহাল রাখছি। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এই মীমাংসা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, বিচারক এ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয়নি আর তাদের এই মীমাংসাও কুরআনের কোন নির্দেশের অধীনে হয়নি। তখন হযরত আলী (রা.)এর সেই মুনাফেকস্বভাব সমর্থকরাই যারা বিচারক নিযুক্তির বিষয়ে চাপ দিয়েছিল তারা হযরত আলী (রা.)-এর এই যুক্তি মেনে নেয় নি আর বয়আত থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং খারেজী নামে অভিহিত হয়। এরপর তারা এ মতবাদের উদ্ভব করে যে, আবশ্যিকভাবে আনুগত্যের যোগ্য বা অনুসরণীয় খলীফা কেউ নেই বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম সম্পাদিত হবে। কেননা কোন এক ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে এতায়াত যোগ্য আমীর মেনে নেয়া "লা হুকমু ইল্লা লিল্লাহ্" (অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নির্দেশ চলবে না)এর পরিপন্থি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হিজরী ৩৮ সনে নাহ্রোয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আলী (রা.) এবং খারেজীদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সিফফীনের যুদ্ধের সমঝোতার তাহকীম সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তাঁর সেনাদলের একটি গোষ্ঠি দ্বিমত পোষণ করে আর বিদ্রোহ করে পৃথক হয়ে যায় আর খারেজী নামে অভিহিত হয়। খারেজীরা তাহ্কীমকে অন্যায় আখ্যা দিয়ে হযরত আলী (রা.) কে তওবা করার এবং খিলাফতের আসন ছেড়ে দেয়ার দাবি উত্থাপন করলে তিনি তা সরাসরি অস্বীকার করেন; হযরত আলী (রা.) আমীর মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় সিরিয়ার সেনাভিযানের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় খারেজীরা বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। তারা আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবকে তাদের ইমাম বানায় এবং কুফা থেকে নাহ্রোয়ান অভিমুখে চলে যায়। খারেজীরা বসরাতেও তাদের দল সংঘবদ্ধ করে।

এ অবস্থা দেখার পর হযরত আলী (রা.) সিরিয়া যাত্রার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং প্রায় ৬৫ হাজার সেনা সম্বলিত বাহিনী যা সিরিয়া অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তাদেরকে নিয়ে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি যখন নাহ্ রোয়ানে পৌঁছান তখন খারেজীদের সন্ধির বার্তা প্রেরণ করেন এবং হযরত আবুআইয়্যুব আনসারী (রা.)কে পতাকা দিয়ে বলেন, এর নীচে যে আশ্রয় নিবে, তার সাথে যুদ্ধ করা হবে না। এ ঘোষণা শুনে সেসব খারেজী যাদের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ছিল তাদের মধ্যে ১০০ জন হযরত আলী (রা.)এর সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং একটি বড় সংখ্যার লোক কুফায় ফিরে যায়। শুধু ১ হাজার ৮০০ লোক আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব খারেজীর নেতৃত্বে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং হযরত আলী (রা.)-এর ৬৫ হাজার সেনার সাথে যুদ্ধ হয় যাতে সব খারেজী নিহত হয়। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী খারেজীদের সামান্য একটি অংশ বেঁচে যায় যাদের সংখ্যা ছিল ১০ জনেরও কম। হযরত আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনীর ৭ ব্যক্তি শহীদ হন।

যাহোক, এই স্মৃতিচারণ চলছে আর ভবিষ্যতেও অর্থাৎ আগামী সপ্তাহেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্। আজও আমি পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। আলজেরিয়ার সম্পর্কে অবশ্য ভাল সংবাদ রয়েছে আর তা হলো বিগত দু'তিন দিনে দু'টি ভিন্নভিন্ন আদালত মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত অভিযুক্ত অনেক আহমদীকে মুক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ্তা'লা এই ন্যায়পরায়ন জজদের পুরস্কৃত করুন। আল্লাহ্তা'লা ব্যবস্থাপনার অন্যান্যদেরকে ও বিচার বিভাগকে সুবিচার করার সামর্থ দান করুন কেননা আহমদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের কিছু কর্মকর্তা এবং বিচারক যারা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিচ্ছে আর নিজেদের ক্ষমতার অপব্যাবহার করছে; আল্লাহ্তা'লা তাদেরকেও তাদের হৃদয়ের হিংসা বিদ্বেষ হতে মুক্ত হয়ে বিষয় দেখার তৌফী দিন। আল্লাহ্তা'লার সন্নিধানে যাদের সংশোধন হবার নয় আল্লাহ্তা'লা অচিরেই তাদের শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং আহমদীদের জন্য পাকিস্তানেও শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। পাকিস্তানে অবস্থানরত আহমদীরা বিশেষভাবে বেশি বেশি নফল আদায় ও দোয়ার প্রতি জোর দিন। এসব দোয়ার মাঝে রয়েছে, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ার হামনী–এ দোয়া অধিকহারে পাঠ করুন। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরিহিম, ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম' দোয়াটিও অনেক বেশি পাঠ করুন। ইস্তেগফার করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। দরূদ শরীফ পাঠের প্রতিও মনোযোগী হোন; আজকাল এর প্রয়োজন অনেক বেশি। আমি যেমনটি বলেছি, নফল ইত্যাদিও পড়ুন। আল্লাহ্ তাদের তৌফিক দিন আর দ্রুত সেখানকার অবস্থাও অনুকূল করুন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ), মরহুম মোকাররমা হুমদা আব্বাস সাহেব, রিজওয়ান সৈয়্যদ নাঈমী সাহেব, মুকাররম মালেক আলী মুহাম্মদ হাজকা সাহেব, ইহসান আহমদ সাহেব ও জনাব রিয়াজ উদ্দীন শামস সাহেবের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা করে জুম্মার নামায শেষে মরহুমীনদের গায়েবে জানাযা পড়ানোর ঘোষনা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
25 December 2020

Makeup & Distribute FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org